গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি শাখা-০২
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ
হাসিনার বাংলাদেশ

স্মারক নম্বর: ৫৭.০০.০০০০.০৫২.২৭.০০১.১৮.১২

তারিখ: ২৩ পৌষ ১৪২৬
০৭ জানুয়ারি ২০২০

বিষয়: **জয়পুরহাট সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) এর অধ্যক্ষ দেলোয়ার উদ্দিন আহমেদের অনিয়ম, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার কারণে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়া সংক্রান্ত।**

সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্মারক নং-০৩.১২.২৬৯০.০৭৯.০১৬.০৮.২০১৮-১১৪২, তারিখ: ০৫/১২/২০১৯।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে, জয়পুরহাট জেলাধীন "জয়পুরহাট কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" এর অধ্যক্ষ জনাব দেলোয়ার উদ্দিন আহমেদের অনিয়ম, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অভিযোগ দাখিল করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় উক্ত অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছে (কপি সংযুক্ত)। প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে প্রাপ্ত পত্রের বর্ণিত জয়পুরহাট জেলাধীন "জয়পুরহাট কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এর একটি প্রতিষ্ঠান।

০২। এমতাবস্থায়, বর্ণিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে প্রাপ্ত পত্রের ছায়ালিপি নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: ০৪(চার) পাতা।

৭-১-২০২০
মোঃ আবদুর রহমান
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৩৫৫৬
ইমেইল: ds_tec2@moedu.gov.bd

মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২
কাকরাইল, ঢাকা।।

স্মারক নম্বর: ৫৭.০০.০০০০.০৫২.২৭.০০১.১৮.১২/১(৬)

তারিখ: ২৩ পৌষ ১৪২৬
০৭ জানুয়ারি ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) পরিচালক, পরিচালক - ১২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩) সচিবের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪) মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব , শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫) সিস্টেম এনালিষ্ট, আইসিটি অধিশাখা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬) যুগ্মসচিব (কারিগরি) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৭-১-২০২০
মোঃ আবদুর রহমান
উপসচিব

১৬২

বিষয়ঃ জয়পুরহাট সরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) এর অধ্যক্ষ দেলোয়ার উদ্দিন আহমেদের অনিয়ম, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা কারণে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়া প্রসঙ্গে।

দেলোয়ার উদ্দিন আহমেদ ১৪/০১/১৯ খ্রিঃ জয়পুরহাট কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। বর্ণিত কর্মস্থলে যোগদানের পর হতে তিনি বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। তার অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে অত্র কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থীদের ঠিকমত প্রশিক্ষণ হয় না। তাছাড়া তার বিভিন্ন অব্যবস্থাপনার কারণে উক্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভিতরের পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন এবং নোংরা হয়ে পড়েছে। উক্ত অধ্যক্ষের অনিয়ম, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাদি নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ-

১। ১২/১০/১৯ খ্রিঃ বিদেশগামী নারী কর্মীদের মৌলিক দক্ষতা অর্জনের জন্য জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো'র অধীন জয়পুরহাট সরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১ মাস মেয়াদি '১৩ তম হাউস কিপিং কোর্স' শুরু হয়। জানা যায়, কোর্সটিতে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের জনপ্রতি ৩৬০০ টাকা হারে নগদ অর্থ জমা প্রদান করতে হয়। এ টাকার মধ্যে ৩০০০ টাকা প্রশিক্ষণার্থীদের নির্দিষ্ট হোস্টেলে থাকা-খাওয়া, ৩০০ টাকা প্রশিক্ষকদের সম্মানী, ২১০ টাকা প্রশিক্ষণের কাঁচামাল এবং অবশিষ্ট ৯০ টাকা বিবিধ খাতের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। কোর্সটিতে ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করায় তাদের নিকট হতে টিটিসি কর্তৃপক্ষ হোষ্টেলে থাকা-খাওয়ার জন্য ৭৫০০০ টাকা, ৭৫০০ টাকা প্রশিক্ষকের সম্মানী, ৫২৫০ টাকা কাঁচামাল এবং বিবিধ ব্যয়ের জন্য ২২৫০ টাকা এককালীন গ্রহণ করে।

বর্ণিত অধ্যক্ষ দেলোয়ার উদ্দিন আহমেদের অস্বচ্ছতা ও স্বেচ্ছাচারিতার কারণে প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে আদায়কৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় করা হয় না। জানা যায়, কোর্সটিতে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের বিনামূল্যে সরকারী হোস্টেলে থাকা বাধ্যতামূলক। খাবার ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিষ্ঠানটির কোন একজন ইন্সট্রাক্টরের নেতৃত্বে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি কমিটি করে তাদের মাধ্যমেই এ অর্থ ব্যয়ের নিয়ম থাকলেও প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ তা না করে এ অর্থ তার শ্যালক ওয়াসিম মিয়ার মাধ্যমে ব্যয় করে থাকে। ওয়াসিম মিয়া নিজ ইচ্ছামত প্রতিষ্ঠানটির হিসাবরক্ষকের কাছ থেকে এ অর্থ নগদ গ্রহণ করে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের খাবারের বাজার করাসহ নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য কেনাকাটার কাজে ব্যয় করে থাকে।

২। উক্ত কারিগরি প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণার্থীদের বাজারসহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রতিষ্ঠানটির হোস্টেল সুপার বা দায়িত্বশীল কারও তত্ত্বাবধানে রাখার পরিবর্তে তা অধ্যক্ষের স্ত্রী নাসরিন বেগমের হেফাজতে রাখা হয়। অধ্যক্ষের স্ত্রীর কাছ থেকে প্রতিদিনের বাজার, রান্নার কাঁচামাল এবং অন্যান্য সামগ্রীসমূহ সংগ্রহ করে রান্না করতে হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের রান্না-বান্নার জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে বাবুর্চি রাখার নিয়ম থাকলেও কোন বাবুর্চি নিয়োগ না দেয়ায় বাধ্য হয়ে প্রশিক্ষণার্থীরা নিজেরাই রান্না করে খাওয়া-দাওয়ার কাজ করে থাকে। কোর্সটিতে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণের কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য অর্থ গ্রহণ করা হলেও অধ্যক্ষ কখনও কোন মালামাল ক্রয় করেন না বলে জানা যায়। এছাড়া ইতিপূর্বে প্রশিক্ষণার্থীদের অর্থে প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েব ওভেন, ব্লেন্ডার মেশিন, রাইস কুকার, আয়রণ, ফার্স্ট এইড বক্স, টোস্ট মেকার, ইলেকট্রিক কেটলী, ফ্লাক্স, ডিনার সেট, সাবান, শ্যাম্পু, চামচ সেট, প্যান, বালিশ, বালিশ কভার, চাদরসহ অন্যান্য হোম এ্যাপ্লায়েন্সসমূহ বিধি বহির্ভূতভাবে প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ ক্যাম্পাসস্থ নিজ সরকারি বাসায় ব্যবহারের কারণে প্রশিক্ষণার্থীরা যথাযথ

প্রশিক্ষণ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। জানা যায়, উক্ত অধ্যক্ষ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে অনিয়মিত শ্রমিক খাতে বরাদ্দকৃত ১,২৫,০০০ টাকাসহ রাজস্ব খাতে বরাদ্দ দেয়া বিভিন্ন খাতের টাকা ভুয়া বিল-ভাউচারের মাধ্যমে আত্মসাৎ করেন। ১৪/০১/১৯ খ্রিঃ বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের পূর্বে ঠাকুরগাঁও, নরসিংদীসহ তার পূর্বতন অন্যান্য কর্মস্থলসমূহেও তিনি বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িত ছিলেন বলে জানা যায়।

৩। বর্নিত হাউস কিপিং কোর্সটির ন্যায় প্রতিষ্ঠানটিতে গাড়ী চালনার জন্য 'ড্রাইভিং কোর্স' নামে চার মাস এবং দু'মাস মেয়াদী পৃথক দু'টি প্রশিক্ষণ কোর্স চালু রয়েছে। প্রতিটি কোর্সে ৪০ জন করে প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে। এর মধ্যে ৪ মাস মেয়াদী কোর্সটি Skill for Enhancement Employment Project (SELP) প্রোগ্রামের আওতায় এবং ২ মাস মেয়াদী কোর্সটি প্রশিক্ষণার্থীদের অর্থে পরিচালিত হয়। SELP প্রোগ্রামের আওতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীরা প্রতিমাসে জনপ্রতি ১ হাজার টাকা হারে বৃত্তি লাভ করেন। ২ মাস মেয়াদী কোর্সটির জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের জনপ্রতি ২৫০০ টাকা হারে ফি দিতে হয়। উভয় কোর্সেই ভর্তি কার্যক্রম বিনামূল্যে সম্পন্ন হবার কথা থাকলেও উক্ত অধ্যক্ষ এ দু'টি কোর্সে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তির জন্য নিজ ইচ্ছামত ভর্তি ফরম ছাপিয়ে আগ্রহী প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট হতে ১০০ টাকা হারে অর্থ নিয়ে থাকেন।

উক্ত দু'টি কোর্স পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট প্রশিক্ষক থাকলেও তিনি তার শ্বশুরবাড়ী মানিকগঞ্জ জেলা হতে শ্যালক ওয়াসিম মিয়াকে এনে তাকে দিয়েই এ প্রশিক্ষণ কোর্স দু'টি পরিচালনা করছেন। ওয়াসিম মিয়া গাড়ী চালনায় পারদর্শী না হওয়ায় তাকে প্রতিষ্ঠানটিতে পরিচালিত SELP প্রোগ্রামের ড্রাইভিং কোর্সে ভর্তি করিয়ে একই কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ কাজে নিয়োগ প্রদান করা হয়। কোর্স দু'টিতে শ্যালকের মাধ্যমে যথেচ্ছাচার করা ছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ ফি বাবদ গৃহীত অর্থ এবং প্রশিক্ষনার্থীদের বিতরণের জন্য বরাদ্দকৃত বৃত্তির টাকার উল্লেখযোগ্য একটি অংশ উক্ত অধ্যক্ষ আত্মসাৎ করেন বলে জানা যায়।

৪। উক্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ইলেকট্রিক্যাল কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বরাদ্দকৃত বৃত্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বর্ণিত অধ্যক্ষ আত্মসাৎ করে থাকেন। জানা যায়, ইলেকট্রিক্যাল কোর্সে অংশ নেয়া প্রশিক্ষণার্থীদের নভেম্বর এবং ডিসেম্বর/২০১৮ মাসের বৃত্তির জন্য ৫০,৫৭০ টাকা বরাদ্দ হয়। এ টাকা প্রদানের জন্য অধ্যক্ষ ১৯/০৮/১৯ খ্রিঃ ১৯:৪৫ ঘটিকার সময় সংশ্লিষ্ট ট্রেডের ইন্সট্রাক্টর জি এম সুলতান আল-আমিনকে তার অফিস কক্ষে ডেকে বৃত্তির ৫০,৫৭০ টাকা বুঝিয়া পাইলাম মর্মে একটি সাদা কাগজে স্বাক্ষর নিয়ে তাকে ২৫,০০০ টাকা প্রদান করেন। টাকার পরিমাণ কম দেখে উক্ত ট্রেড ইন্সট্রাক্টর টাকা কম থাকার বিষয়টি জানালে অধ্যক্ষ উক্ত ইন্সট্রাক্টরকে যা দেয়া হয়েছে তা নিয়ে চলে যেতে বলেন। এসময় ট্রেড ইন্সট্রাক্টর কম টাকা নিতে অস্বীকৃতি জানালে অধ্যক্ষের সাথে তার বাক-বিতন্ডা হয় এবং ইন্সট্রাক্টরকে দেখে নেয়ার হুমকি দেওয়া হয়। এ ঘটনার পর অধ্যক্ষ দেলোয়ার উদ্দিন আহমেদ প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে উক্ত ট্রেড ইন্সট্রাক্টর জি এম সুলতান আল-আমিনকে জয়পুরহাট সরকারী কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে শাস্তিমূলকভাবে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি সরকারী কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বদলী করাতে সক্ষম হন।

বদলীকৃত উক্ত ট্রেড ইন্সট্রাক্টর বদলী আদেশ প্রাপ্তির পূর্বে ১৯/০৮/১৯ খ্রিঃ বর্ণিত ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে জেলা প্রশাসক, জয়পুরহাট বরাবরে একটি আবেদন দাখিল করেন। বিষয়টি জেলা প্রশাসনের নজরে চলে যাওয়ায় এবং একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার জয়পুরহাট টিটিসি পরিদর্শনের সংবাদ পেয়ে ২ মাস পর ১৫/১০/১৯ খ্রিঃ অধ্যক্ষ কর্তৃক উক্ত বৃত্তির সমুদয় টাকা প্রশিক্ষনার্থীদেরকে বন্টনের জন্য ফেরৎ দেয়া হয় বলে জানা যায়।

৫। জানা যায়, স্বেচ্ছাচারিতা ও পারিবারের সদস্যদের দিয়ে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ছাড়াও উক্ত অধ্যক্ষ তার জন্য সংরক্ষিত ৩ তলা বাসভবনের নীচতলায় হাঁস, মুরগী, টার্কি, কবুতর, খরগোশ, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত পশুপাখি বাণিজ্যিকভাবে লালন-পালন করে থাকেন। উক্ত স্থানে বর্ণিত প্রাণিদের অবাধ বিচরণ এবং যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করার কারণে গুরুত্বপূর্ণ এ প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে।

৬। মন্তব্য ঃ

অধ্যক্ষ জনাব দেলোয়ার উদ্দিন আহমেদের বর্ণিত অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতার কারণে জয়পুরহাট সরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)'তে প্রশিক্ষণের সুষ্ঠ পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। ফলে সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হওয়ার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটির সুনাম মারাত্মকভাবে ক্ষুন্ন হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৭। সুপারিশ ঃ

জয়পুরহাট সরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)'র অধ্যক্ষ জনাব দেলোয়ার উদ্দিন আহমদ এর বর্ণিত অনিয়মসমূহ তদন্তসাপেক্ষে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
সচিবের দপ্তর

ডায়েরি নং	তারিখঃ
অতিঃ সচিব (প্রশাঃ ও উন্নয়ন)	যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন)
অতিঃ সচিব (কারিগরি)	যুগ্ম-সচিব (কারিগরি)
অতিঃ সচিব (মাদ্রাসা)	যুগ্ম-সচিব (মাদ্রাসা)
যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ)	
	সচিব (রুটিন দায়িত্ব)

গোপনীয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

পুরাতন সংসদ ভবন
ঢাকা

পত্র সংখ্যা ০৩.১২.২৬৯০.০৭৯.০১৬.০৮.২০১৮-১১৪২

তারিখ ২০ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬
০৫ ডিসেম্বর, ২০১৯

বিষয় : জয়পুরহাট সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) এর অধ্যক্ষ দেলোয়ার উদ্দিন আহমেদের অনিয়ম, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার কারণে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়া প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক এতৎসংশ্লিষ্ট গোপনীয় প্রতিবেদনের উদ্ধৃতাংশের ০১ (এক) প্রস্থ ছায়ালিপি সদয় অবগতির জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

০২। বর্ণিত বিষয়ে পরীক্ষান্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক এ কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : ০৩ (তিন) পাতা।

০৫/১২/১৯

(মোহাম্মদ মমিনুর রহমান)
পরিচালক-১২
ফোন : ৫৫০২৯৪৩২
ই-মেইল : dir12@pmo.gov.bd

অতিঃ সচিব (কারিগরি) এর দপ্তর
ডকেট নং ২৮৭৭ তারিখঃ ০৮/১২/১৯
যুগ্ম-সচিব (কারিগরি)
উপ-সচিব (কারিগরি-১)
উপ-সচিব (কারিগরি-২)
সিঃ সহঃ সচিব (কারিগরি)
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
অতিরিক্ত সচিব (কারিগরি)

জনাব মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ
সচিব
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫৫২ ১২/১২/১৯

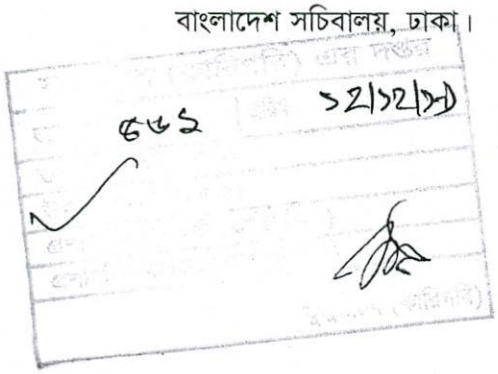

NSI Report letter